তারিখ ... 10 JAN 1991 ..
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ৪

দৈনিক ইত্তেফাক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হুকুম দখল করা ৫৭ একর জমি ফেরত চাহিয়াছে

॥ রেজানুর রহমান ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর হইতে বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক হুকুম দখল করা ৫৭ একর জমি ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দাবী তুলিয়াছে।

গত বছরের আগষ্ট মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকারের নিকট এই দাবী উত্থাপন করেন। অদ্যাবধি এ ব্যাপারে সরকারী পর্যায়ে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়

(১০ম পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(প্রথম পৃঃ পর)

নাই। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুরাতন যাদুঘর এলাকার ৩ একর জমির দখল ফিরিয়া পাইয়াছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ঘাটিয়া দেখা যায়, ১৯০৫ সালে গঠিত পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানীর জন্য তৎকালিন রেসকোর্স ও রমনা গ্রীনের চারি পার্শ্বে নির্মিত 'রমনা সিভিল ষ্টেশনের' পরিত্যাক্ত সেক্রেটারিয়েট ভবন, গভর্ণমেন্ট হাউজ, মন্ত্রী ও মুখ্য কর্মকর্তাদের জন্য নির্মিত সুরম্য অট্টালিকাসমূহে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। শুরুতে ইহার আয়তন ছিল প্রায় ৬০০ একর। পরে ১৯৩৬ সালে স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট সরকারের জমি ও ভবন হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সেক্রেটারী অব ষ্টেট ফর ইণ্ডিয়ার পক্ষে ঢাকার কালেক্টর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে তৎকালিন ভিসির মধ্যে একটি স্থায়ী লীজ চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী সরকার ৩ লক্ষ ১৭ হাজার ৮ শত ৮০ বর্গফুট ফ্লোরস্পেস সম্বলিত ভবনাদিসহ ২শত ৫২ একর জমি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হস্তান্তর করে। তবে ১৯১১ সালে গঠিত নাথান কমিশনের রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৫৮০ একর জমির সুপারিশ করা হইয়াছিল।

প্রথমে ১২টি বিভাগে ৮৭৭ জন ছাত্র এবং ৬০ জন শিক্ষক নিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রাথমিক পর্বে স্থান সংকুলানের কোন সমস্যা ছিল না। সমস্যা শুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। তখন সামরিক হাসপাতাল স্থাপনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ভবন, সলিমুল্লাহ হল, গভর্ণমেন্ট হাউজের অধিকাংশ স্থান দখল করিয়া নেওয়া হয়। ঢাকা হলের (বর্তমান শহীদুল্লাহ হল) দক্ষিণ অংশে স্থাপিত হয় রিক্রুটিং অফিস ও সলিমুল্লাহ হলের পশ্চিমে নীলক্ষেত এলাকায় স্থাপিত হয় সেনা ছাউনি। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর সমস্যা আরও প্রকট হইয়া উঠে। একটি প্রাদেশিক রাজধানীর সরকারী দফতর, অফিস আদালত, হাইকোর্ট, মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদের বাসস্থানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদালয়ের অধিকাংশ জমি ও ভবন রিকুইজিশন করিয়া নেওয়া হয়। নয়া সরকারের সেক্রেটারিয়েট স্থাপনের জন্য নেওয়া হয় ইডেন কলেজের ভবনসমূহ, হাইকোর্টের জন্য গভর্ণমেন্ট হাউস, প্রাদেশিক লেজিসলেটিভ দফতরের জন্য নেওয়া হয় জগন্নাথ হলের কেন্দ্রীয় ভবন। গভর্ণমেন্ট হাউজ সরকারী দখলে চলিয়া যাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক দফতর স্থানান্তরিত হয় জগন্নাথ হলের দক্ষিণ ভবনে। ১৯৪৭ সালে ঢাকায় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপিত হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ভবনটি পুরাপুরি হাত ছাড়া হইয়া যায়। পরে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও আলীয়া মাদ্রাসার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বড় জায়গা হাত ছাড়া হইয়া যায়।

পরবর্তীতে পঞ্চাশের দশকে বহু আবেদন-নিবেদন ও ডেপুটেশনের মাধ্যমে জমি-জমার বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাক্টের ৭ ধারা অনুযায়ী ১৯৫৫ সালে জাষ্টিস ফজলে আকবরের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি ১৯৩৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া ২৫২ একর জমির দখল সহ আরও ৬৩ একর জমি দাবী করে।

পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ঢাকার বাহিরে স্থানান্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই সময় টঙ্গীর দক্ষিণে ফৈজাবাদ, পুরাকর ও দক্ষিণ খানে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১ হাজার একর জমি একুইজিশন করা হয়। জানা যায়, এই জমির মূল্যবাবদ ৩২ লক্ষ টাকার মধ্যে ২০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হইয়াছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান সংকুলানের সমস্যা প্রকট হইয়া উঠিলে তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য ১৯৬১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল আজম খানের নেতৃত্বে এক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সীমানা নির্ধারণ করিয়া দিলেও হুকুম দখল করা ৫৭ একর জমি সরকারের নিকট থাকিয়া যায়।

সরকারের নিকট উত্থাপিত দাবীনামায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে হুকুম দখল করা ৫৭ একর জমি ফেরত দেওয়ার দাবী জানাইয়া বলিয়াছে, বিকল্প হিসাবে টঙ্গীতে হুকুম দখল করা জমির অংশবিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া যাইতে পারে। দাবীনামায় বাবুপুরা ফাঁড়ি, নীলক্ষেত ফাঁড়ি এবং বদরুন্নেসা মহিলা কলেজ সংলগ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের জমির পরিবর্তে ফজলুল হক হলের সম্মুখে এবং ওসমানী মিলনায়তনের পশ্চিমে রেলওয়ের পরিত্যাক্ত জায়গা হইতে সমপরিমাণ জমি বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়ার দাবী করা হইয়াছে।